# ইতিহাস
## দশম শ্রেণি

## অধ্যায় : সংস্কার : বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

**1. প্রাচ্য পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব বলতে কি বোঝ?**

**উঃ** ১৮১৩ খ্রিঃ সনদ আইনে বলা হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষাখাতে বছরে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। প্রাচ্যবাদীরা বলেছিল ঐ টাকা প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতির (যেমন আরবি, ফরাসি, সংস্কৃত) জন্য ব্যয় করা উচিত। তাদের অন্যতম ছিলেন এইচ. টি. প্রিন্সেপ। পাশ্চাত্যবাদীরা চেয়েছিল সরকারি অর্থ পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চায় ব্যয় করা উচিত। এদের মধ্যে ছিলেন টমাস মেকলে, আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখরা। এই দ্বন্দ্বকে বলা হয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব।

**2. টীকা লেখ—লালন ফকির**

**উঃ** উনিশ শতকের বাংলায় যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালি; যিনি লালন ফকির, লালন সাঁই, মহাত্মা লালন ইত্যাদি বিবিধ নামে পরিচিত। তিনি একাধারে একজন আধ্যাত্মিক বাউল সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিক। লালন ফকির অধুনা বাংলাদেশে ১৭৭৪ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকে বাউল গানের মাধ্যমে মানবতাবাদের বাণী তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ''সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'' বা ''মিলন হবে কতো দিনে, আমার মনের মানুষেরই সনে'' প্রভৃতি গান রচনার মাধ্যমে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রতিফলিত হয়। হিন্দু মুসলিম সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি কোনো বিশেষ ধর্মের রীতিনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের গান ও দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ১৮৯০ খ্রিঃ ১১৬ বছর বয়সে লালনের মৃত্যুর পর হিন্দু বা মুসলিম কোন ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা হয় নি।